ই - সংবাদ

মহামুনি মেলা শুরু

সাব্রুম, ১৫ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বনকুল বুদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গনে ৫ দিন ব্যাপী মহামুনি মেলা ১২ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী এই মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক। উদ্বোধকের ভাষণে সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ভগবান বুদ্ধের বাণীর মূল কথা হল - জ্ঞান আহরণ কর, হৃদয় বড় কর, তোমার লব্ধ জ্ঞান সমাজের মধ্যে বিলাও। মানবতার জন্য এর চেয়ে মূল্যবান কথা আর কিছু হতে পারে না। অথচ আমাদের দেশে কিছু উগ্র ধর্মান্ধ মানুষ প্রচার করছে - আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অন্যের ধর্মকে ছোট করছে তারা। ফলে অহংকার ও হিংসা ছড়াচ্ছে দেশে। এদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থেকে শান্তির আহ্বান জানান তিনি। প্রধান অতিথির ভাষণে পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, ভগবান বুদ্ধ পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। রাজ্য সরকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবর্তন এনে উন্নয়ন, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে ত্রিপুরাকে সারা ভারতে সেরা রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক সি কে জমাতিয়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চল বৌদ্ধ সঙ্গ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ড. ধম্মপিয়া প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সাব্রুম মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস। সভাপতিত্ব করেন রূপাইছড়ি বি এ সির চেয়ারম্যান এম ডি সি সাথই মগ। রাজ্য সরকারের ৯টি দপ্তর থেকে মেলায় প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন

বিশ্রামগঞ্জ, ১৫ মার্চ ।। পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সোনামুড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টার নির্মাণের কাজ চলছে। পাশাপাশি ধনপুর, জুমেরঢেপা, তৈবান্দাল, মতিনগর ও লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ আবাসন নির্মাণ কাজ চলছে।

এদিকে, মেলাঘরে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়। সেই সাথে বিশ্রামগঞ্জেও অনুরূপ ষ্টেশন নির্মাণ কাজ চলছে। পাথালিয়াঘাটে ১১ নং টি এস আর বাহিনীর এবং জম্পুইজলায় সপ্তম টি এস আর বাহিনীর প্রশাসনিক ভবন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। এছাড়া, গকুলনগরে টি এস আরের প্রথম বাহিনীর প্রশাসনিক ভবনেও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিশ্রামগঞ্জ নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চেলিখলা ভিলেজে প্রশাসনিক শিবির ১৭ মার্চ

বিশালগড়, ১৫ মার্চ ।। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৭ মার্চ চড়িলাম ব্লকের চেলিখলা ভিলেজের চেলিখলা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদান সহ এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। থাকবে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মহকুমা শাসক নান্টুরঞ্জন দাস অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিশালগড় বইমেলা শুরু

বিশালগড়, ১৫ মার্চ ।। বিশালগড় পুর পরিষদের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী দ্বাদশতম বিশালগড় বইমেলা গতকাল থেকে বিশালগড় টাউন গার্লস হাই স্কুল মাঠে শুরু হয়েছে। এই বইমেলার উদ্বোধন করে মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম কুমার বসু বলেন, শুধু পড়ার জন্য বই নয়, বই একটা মানুষকে আরেকটা মানুষের কাছে নিয়ে আসে। প্রধান অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকর উদ্দিন আহমেদ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, শুধুমাত্র পাঠ্য বইয়ের মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, পাশাপাশি পড়তে হবে গল্প-কবিতা ও সাহিত্যের বই। অনুষ্ঠানে বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থ প্রতীম মজুমদার, বিশালগড় মহকুমা শাসক নান্টুরঞ্জন দাস, ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের সম্পাদক রঘুনাথ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন পুর পরিষদের মুখ্য কাযনির্বাহী আধিকারিক জয়দীপ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আকবর আহমেদ। বইমেলা উপলক্ষ্যে স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়। মেলায় ২৩টি ষ্টল খোলা হয়েছে। প্রতিদিন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন আনুষ্ঠানে পালিত হবে ড. বি আর আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী

আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। অন্যান্য বছরের মতো এবারও রাজ্য ভিত্তিক, মহকুমা ভিত্তিক আলোচনা সভা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহিলা মেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হবে সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান। গতকাল বীরচন্দ্র রাজ্যিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভা কক্ষে আয়োজিত রাজ্য ভিত্তিক ড. বি আর আম্বেদকর জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী রতন ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, রামু দাস, অঞ্জন দাস ও ঝুমু সরকার, তপশিলী কল্যাণ দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, ১৪ এপ্রিল আম্বেদকরের জন্মদিনে ত্রিপুরা ষ্টেট মিউজিয়াম উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সকাল ৮টায় আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হবে।

রাজ্যে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারগুলিকে ভূমি বন্দোবস্ত দেবার প্রক্রিয়া চলছে ঃ রাজস্বমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। গত দুটি অর্থবর্ষে রাজ্যে ৫৫৬৫টি গৃহহীন পরিবারকে এবং ভূমি ও গৃহ কিছুই নেই এমন ২৪২৬টি পরিবারকে যথাক্রমে ১৪২৩.৪৮ ও ৫০৩.১৫ একর ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্পর্কে বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার এবং বিধায়ক তপন চন্দ্র দাসের জনস্বার্থে আনা একটি নোটিশের জবাবে রাজস্বমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, প্রতিটি তহশীল লেভেল কমিটির সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যে বর্তমানে ভূমিহীন, গৃহহীন এবং উভয়হীন পরিবারের সংখ্যা মোট ১৮৯৭৬টি। এরমধ্যে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা মোট ৪৮৪৯টি এবং ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৭০৫১টি। উভয়হীন (ভূমিহীন ও গৃহহীন) পরিবারের সংখ্যা ৭০৭৬ টি।

ভূমিহীন, গৃহহীন এবং উভয়হীন (ভূমিহীন ও গৃহহীন) পরিবারদের মধ্যে ভূমি বন্টন করার বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। গত অর্থবর্ষগুলিতে এরূপ শ্রেণী ভুক্ত পরিবারদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিষটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজস্বমন্ত্রী জানান, যে সকল উপজাতি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বনভূমিতে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছে তাদেরকে রাজ্য সরকার কর্তৃক বনাধিকার আইন ২০০৫ইং অনুযায়ী পাট্টা প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বনাধিকার আইনে ১,২৪,৫৪১ ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজাতি পরিবারকে ১,৮৯,২০৪.১০ একর জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এখনও জারি আছে। তিনি জানান, বি পি এল ভুক্ত গৃহহীন, উভয়হীন(ভূমিহীন ও গৃহহীন) ৮২৬৬ পরিবারের মধ্যে ২৯৮২টি বি পি এল পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। বাকী পরিবারদের বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া জারী আছে। এই বি পি এল উভয়হীন পরিবারের মধ্যে ৩৯৪৯টি পরিবারের দখলে কোন খাস ভূমি নেই।

রাজস্বমন্ত্রী জানান, এই পরিবারগুলিকে ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় আনার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক তহশীল ভিত্তিক একটি তহশীল লেভেল কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে আর আই, কানুনগো ও তহশীলদার ছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধি যেমন প্রধান / উপপ্রধান, চেয়ারম্যানরা রয়েছেন। এই কমিটি প্রকৃত ভূমিহীন এবং উভয়হীন পরিবার নির্বাচন করে ভূমি বন্দোবস্তের বিভাগীয় কমিটির কাছে সুপারিশ করার কাজ করছেন। এই কমিটি খালি পড়ে থাকা খাস ভূমি এবং বি পি এল ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা ও বেআইনী দখলদারদের চিহ্নিত করার কাজ করছেন। তিনি জানান, বিভিন্ন দপ্তরের নামে রেকর্ড ভুক্ত জমি যা তাদের আওতার বাইরে রয়েছে তা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নো-অবজেকশান সাপেক্ষে বি পি এল ভুক্ত ভূমিহীন, গৃহহীন ও উভয়হীন পরিবারদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জমির স্বল্পতা থাকার জন্য গ্রামাঞ্চলে সর্বোচ্চ ৩ গন্ডা ও শহরাঞ্চলে ২ গন্ডা করে বাসগৃহের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর যারা এখনও কোন স্কীমে ঘর পাননি তাদের রাজ্য সরকারের নিজস্ব হাউজিং স্কীমে আই এ ওয়াই ঘর দেওয়া হচ্ছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২০১৬ইং সালে মোট ৪৮৪৯ গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। রাজস্বমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত ভূমিহীন, গৃহহীন এবং উভয়হীন পরিবারদের নির্দিষ্ট জমি দিয়ে স্থায়ী ঠিকানা করে দেওয়া।

পণ্য রপ্তানীতে তিন বছরে রাজ্যের বিদেশী মুদ্রা আয় ৭৩.৩২৭৬ কোটি টাকা

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। গত তিনটি অর্থ বছরে ত্রিপুরা থেকে যে সকল দ্রব্যাদি বাংলাদেশে রপ্তানী হয়েছে তা থেকে বিদেশী মুদ্রা আয় হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় মোট ৭৩.৩২৭৬ কোটি টাকা। আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রতনলাল নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী এই তথ্য দিয়ে এর বছর ভিত্তিক বিদেশী মুদ্রা আয়ের হিসেব দিয়ে জানান, ত্রিপুরা থেকে যে সকল দ্রব্যাদি বাংলাদেশে রপ্তানী হয়েছে তার মধ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১৮.৮৯৭৪ কোটি টাকা, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২৬.৪৭৩২ কোটি টাকা, ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরে ২৭.৯৫৭০ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে) বিদেশী মুদ্রা আয় হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বিধায়ক শ্রী নাথের অপর দুঞ্চটি প্রশ্নের উত্তরে জানান, বর্তমানে রাজ্য থেকে ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে আদা, হলুদ, জিরা, ক্রেপ পেপার, পেপার বোর্ড, স্ক্রেপ লোহা, কলা, আনারস, কমলা ইত্যাদি দ্রব্যাদি বৈধভাবে বাংলাদেশে রপ্তানী হয়। অন্যদিকে সিমেন্ট, ভাঙ্গা পাথর, পি ভি সি পাইপ, প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিস, প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয়, ধাতব, কাঠ ও প্লাস্টিকের আসবাবপত্র, কটন, মাছ, শুকনা মাছ, সিনথেটিক নিটেড ফেবরিক্স ইত্যাদি দ্রব্যাদি বৈধভাবে ত্রিপুরাতে বাংলাদেশ থেকে আমদানী হয়।

রাজ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত যানের সংখ্যা ৩,৮১,৮০০টি ঃ বিধানসভায় তথ্য

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। গত ৭ মার্চ ২০১৭ইং পর্যন্ত রাজ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত যানের সংখ্যা ৩,৮১,৮০০টি।এর মধ্যে টু হুইলার ২,৫৭,৯০৬টি, থ্রী হুইলার ৪৬,৯৮৭টি, জিপ/ট্যাক্সি/ভ্যান/এল এম ভি ৫৯,১৫৯টি, বাস/ মিনিবাস ২,৯৩৪টি, ট্রাক/লরি ১১, ৩৭১টি ও অন্যান্য যান ৩,৪৪৩টি। আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রতনলাল নাথের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী মানিক দে এই তথ্য জানান। তিনি জানান, এই যানগুলির মধ্যে বেসরকারী যানের সংখ্যা ৩,৭৩, ১১৭টি ও সরকারী যানের সংখ্যা ৮,৬৮৩টি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যানের সংখ্যা ২,৭০০টি ও রাজ্য সরকারের যানের সংখ্যা ৫,২৬৪টি এবং রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থার যানের সংখ্যা ৭১৯টি। বিধায়ক শ্রীনাথের অপর প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পরিবহণ মন্ত্রী জানান, রাজ্যে টি আর টি সি-র বিভিন্ন স্তরের যানের সংখ্যা ৫৮টি। এর মধ্যে বাস ৪৮টি, ট্রাক ৭টি, ছোট ট্রাক ১টি, এম্বেসেডর ১টি ও রিকভারি ভ্যান ১টি। অন্যদিকে, রাজ্যে ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেডের অধীনে মোট বাসের সংখ্যা ১৫১টি। এর মধ্যে ৮১টি সি এন জি চালিত, ৭০টি ডিজেল চালিত ও ১টি এ সি বাস।

আগরতলা শহরের ২৯,৮৮১টি বাড়ীতে গ্যাস লাইনের সংযোগ

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ২০১৭ইং সনের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে সমস্ত এলাকায় পাইপ লাইন গ্যাস ট্যাকনিক্যালি দেয়া সম্ভব সেই সমস্ত এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ীতে গ্যাস লাইনের সংযোগ দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত সংযোগ দেয়া হয়েছে ২৯ হাজার ৮৮১টি বাড়ীতে। আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রতনলাল নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী এই তথ্য জানান। বিধায়ক শ্রীনাথের এ সম্পর্কিত অপর প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানান, বর্তমানে পি এন জি আর বি-এর অনুমোদন সাপেক্ষে গোমতী জেলার উদয়পুরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহ করার পরিকল্পনা টি এন জি সি এল-এর রয়েছে।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

কৈলাসহর, ধর্মনগর ও কুমারঘাটে প্রশাসনিক শিবিরের কর্মসূচি

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। প্রশাসনের উদ্যোগে চলতি মাসে কৈলাসহর, ধর্মনগর ও কুমারঘাটে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হবে। সে সব শিবিরের সুযোগ গ্রহণ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কৈলাসহর ।। চন্ডীপুর ব্লকের মূর্তিছড়া টি ই জে বি স্কুলে ১৫ মার্চ প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সেই সাথে থাকবে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা।

ধর্মনগর ।। ১৬ মার্চ কালাছড়া ব্লকের বালিছড়া ভিলেজের ফটোয়াছড়া জে বি স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে আবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। থাকবে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও। সেই সাথে অনুষ্ঠিত হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে সচেতনতামূলক মহড়া। আলোচনা হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে।

কুমারঘাট ।। পেঁচারথল ব্লকের দক্ষিণ ধনীছড়া ভিলেজের তুলীরামপাড়া জে বি স্কুলে আগামী ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। থাকবে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও।

এদিকে, সম্প্রতি কুমারঘাট ব্লকের সোনাইমুড়ি পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে আয়োজিত শিবিরে ৭৮টি বিবাহ নিবন্ধীকরণের আবেদন জমা রাখা হয়।

বিশালগড়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালা

বিশালগড়, ১৪ মার্চ ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিশালগড় অফিসটিলার বোধন কমিউনিটি হলে ৮ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধন করে বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতিম মজুমদার বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি সুস্থ মনন ও সুচেতনা বিকাশে ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। আর সংস্কৃতি চর্চাকে বিকশিত করতে এই ধরণের কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভু ভট্টাচার্য। এই কর্মশালায় ১১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ও চিত্রাঙ্কণের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিম রাজনগর হাইস্কুলে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্তি

খোয়াই, ১৪ মার্চ ।। খোয়াই মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে পশ্চিম রাজনগর হাই স্কুলে আয়োজিত সাত দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এতে ৫৫ জন শিল্পী মামিতা, মশক সুরমানি নৃত্য, দেশাত্মবোধক ও ককবরক সংগীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সমাপ্তি দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম রাজনগর এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান উমা রঞ্জন দেববর্মা, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদ্মমোহন দেববর্মা প্রমুখ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার চতুর্থ দিন শান্তিপূর্ণ

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৭ সালের মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষার চতুর্থ দিনে আজ ছিল পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের মোট ৭৫টি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে যে কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে, তাতে জানা যায় সেইসব পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজকের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে বহিস্কার করার সংবাদ পাওয়া যায়নি। সব পরীক্ষাকেন্দ্রের সব তথ্য সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।আজকের পরীক্ষায় পর্ষদের সভাপতি ঈশানপুর ও তালতলা পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে আজ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

১৭ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা দিবস

আগরতলা, ১৪ মার্চ ।। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আগামী ১৭মার্চ উদযাপিত হবে বিশ্ব ভোক্তা দিবস। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সেদিন সকাল সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইউ বি সাহা, খাদ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি, অধিকর্তা দেবাশীষ বসু, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডা: মিলিন্দ রামটেকে। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রমিলা রায় (সরকার) ও পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতি আশীষ পাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা।

ধর্মনগরে হস্ততাঁত ও বস্ত্র মেলা শুরু

ধর্মনগর, ১৪ মার্চ ।। রাজ্য সরকারের হস্ত তাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১৪ দিন ব্যাপী বিশেষ হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলা গত ১২ মার্চ থেকে ধর্মনগর মোটর স্ট্যান্ডে শুরু হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস মেলার উদ্বোধন করেন। মেলার উদ্বোধন করে জিলা সভাধিপতি শ্রীমতি দাস বয়ন শিল্পের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে তারা যাতে টিকে থাকতে পারে তার জন্য ক্লাষ্টার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি হাসী ভট্টাচার্য বলেন, বয়ন শিল্পের সাথে রাজের প্রায় ২৫ হাজার পরিবার যুক্ত রয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে। প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য, ভাইস চেয়ারপার্সন মানিকলাল নাথ, হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা বাবুলাল দেবনাথও আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন দপ্তরের সহ অধিকর্তা সজলকান্তি দাস। মেলায় মোট ২৬টি স্টল খোলা হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২টি, আসাম-এর ১টি, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আগত ১টি সংস্থা ছাড়াও রাজ্যের ২২টি দল তাদের উৎপাদিত তাঁত শিল্প সামগ্রী নিয়ে স্টল খুলেছে। মেলা প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত চলবে।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

পুর নিগমের দক্ষিণ জোনে ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগারের সূচনা রাজ্যের সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ মার্চ ।। আগরতলা পুর নিগম এলাকার দক্ষিণ জোনের অন্তর্গত গুনজরিয়ায় (দীনদয়াল আশ্রমের কাছে) ৪.৮ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন জল শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগারের আজ আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে । ব্যাপক অংশের মানুষের উপস্থিতিতে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে । বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা ।

প্রকল্পটির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, জলের কোন বিকল্প নেই । জলের অপর নাম জীবন । জলের প্রয়োজন জল দিয়েই মেটাতে হবে । স্বাভাবিক কারণে একটি দায়িত্বশীল সরকারের এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ । আমাদের রাজ্য সরকারও এই বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে । আগে জলবাহিত রোগে অনেকেরই মৃত্যু হত । এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সাল থেকে জল নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করে । দেখা গেছে এমন বেশ কিছু এলাকা আছে যেখানে মাটির উপর জলের উৎস চোখে পড়ছেনা । ফলে জলের উৎস তৈরী করা এবং পরিস্রুত জল দেয়া এই দুই চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ শুরু হয় । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের বাৎসরিক বাজেটে অন্য জায়গা থেকে খরচ কমিয়ে হলেও জলের জন্য বরাদ্দ রাখা হচ্ছে । এই জল শুধু বাড়ী ঘরে পৌঁছে দিয়েই রাজ্য সরকার বসে নেই । প্রায় দশ হাজারের মত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং পাঁচ হাজারের উপর প্রাথমিক, সিনিয়র বেসিক, মাধ্যমিক, দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, শুধু রাজধানী আগরতলাতেই জলের এই কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ নেই। রাজ্য সরকার কাজটি শুরুই করেছে দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকা দিয়ে। এখন অল্প কয়েকটি জনবসতি আছে যেখানে জলের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। এখন ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল সরবরাহ করতে হয় এমন পাড়ার সংখ্যা ক্রমেই কমছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাওড়া নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় তার জল ধারণের ক্ষমতা কমছে । এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । হাওড়ার পলি উত্তোলনের চেষ্টা করা হচ্ছে । এর জন্য ড্রজার মেশিন আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২টি মেশিন ইতোমধ্যে এসেও গেছে । এই মেশিনগুলি এখন নীরমহলে রুদ্রসাগরের নাব্যতা বাড়ানোর জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে । সেখানে কাজ শেষ হয়ে গেলেই হাওড়ার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের জন্য ভাবনা আছে বলেই রাজ্য সরকার নানা প্রকল্প থেকে জল সরবরাহের চেষ্টা করছে । তবে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পাওয়া দরকার তা পাওয়া যাচ্ছেনা । জল বাহিত রোগের প্রকোপ গত দুবছর ধরে কমে এসেছে । জলের অপচয় বন্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাইড্রেল পয়েন্ট থেকে সব সময় জল পড়লে চলবেনা । জলের চাহিদা দিন দিনই বাড়ছে ।

বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে । নতুবা জল নিয়ে আগামীদিনে যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁধে যেতে পারে। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার আর আপনাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । দুই পক্ষ হাত ধরাধরি করে চললে কোন সমস্যা থাকবেনা ।

প্রধান অতিথির ভাষণে নগরোন্নয়নমন্ত্রী মানিক দে বলেন, গভীর নলকূপ থেকে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই জল শোধনাগার কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে । এটি দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষীত একটি প্রকল্প। এ ধরণের ৭টি ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলেছে । চলতি বছরেই এগুলি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে । এগুলি চালু হয়ে গেলে হাওড়া নদীর দক্ষিণাংশ এবং রামনগর ও কৃষ্ণনগরের একাংশ উপকৃত হবে । তিনি বলেন, ২২টি নতুন ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে । ১৪টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে । এর মধ্যে ৯টির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হবার পথে । ৫টির জন্য আবারও নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে । এই প্রকল্পে সব মিলিয়ে ১৬৪ কোটি টাকার মত ব্যয় হবে। তিনি বলেন, কলেজটীলা এবং বড়দোয়ালী প্ল্যান্টগুলি আরও উন্নত করা হবে । সব মিলিয়ে পানীয় জলের জন্য ৩টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে । এই তিনটি প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরও যে এলাকাগুলি অবশিষ্ট থেকে যাবে সেখানকার জন্য পানীয়জল এবং স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । এজন্য ১৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ।

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক আজ যে প্রকল্পটির সূচনা হয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন, এই জল পরিশোধন কেন্দ্রটির ২টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার এলাকায় জল দেয়া হবে । তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শহর এবং গ্রাম সর্বত্র পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । জলের অপচয় রোধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, জলের অপচয় রোধ করা না গেলে ভবিষ্যতে জলের সমস্যা তীব্র হতে পারে । কারণ জল আসছে মাটির নীচ থেকে ।সভাপতির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা পানীয় জল সরবরাহের কাজ অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন ।

তেলিয়ামুড়া ব্লক কার্যালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস

তেলিয়ামুড়া, ১০মার্চ ।। আজ তেলিয়ামুড়া ব্লক কার্যালয়ের নতুন পাকা ভবনের শিলান্যাস করেন রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ চন্দ্র জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌরী দাস, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনি সরকার, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমরেশ চৌধুরী প্রমুখ । এর শিলান্যাস করে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া গ্রামোন্নয়ন দপ্তর যাতে নির্ধারিত সময়ে গুণমান বজায় রেখে এই ব্লকের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।তিনি জানান, রইস্যাবাড়ী ব্লক ও গঙ্গানগর ব্লক সহ অন্যান্য নতুন ব্লকগুলির পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ চলছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক আদর্শ রাজ্য । রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সারা দেশে নজর কেড়েছে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে খগেন্দ্র জমাতিয়া বলেন, ব্লক হচ্ছে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করার ক্ষেত্র। তাই রাজ্য সরকার জনগণের স্বার্থে ব্লকগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে । এই ব্লকের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ার সুজেশ চৌধুরী জানিয়েছেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস এবং স্বাগত ভাষণ দেন বি ডি ও কৃষাণু দে ।